পাশ ফেল

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে ও প্রতিশ্রুতি দিতে

রাজ্য সরকার বাধ্য হল জনমতের চাপেই

ধর্মঘটের সামনে দাঁড়িয়ে অবশেষে প্রাথমিক স্তর থেকেই পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার।

দাবি আদায়ের খবর শুনে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের অভিনন্দনে ভাসিয়ে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কোনও জায়গায় তাঁরা দলের কর্মীদের জড়িয়ে ধরছেন, কোথাও বা অটোরিক্সায় বাঁধা মাইকের প্রচারে জয়ের খবর শুনে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অনেকেই বলছেন বারবার আসবেন, আপনাদেরই চাই। বলছেন, এই দলটার কোনও এমপি এমএলএ নেই, পুরসভা পঞ্চায়েতেও প্রায় সর্বত্র জিতে আছে অন্যান্য দল, তবু মানুষের স্বার্থে দাবি আদায়ের হাতিয়ার শুধু এই দলটিই। অনেক আশা মানুষের, চাইছেন জনজীবনের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) আন্দোলন করুক। কেউ বা চাইছেন তাঁদের পেশাগত দাবি আদায়ের লড়াইয়ে পাশে থাকুন আপনারা। মুখে মুখে উঠে আসছে একটা কথা, এই দলটিকে ছাড়া আন্দোলন হবে না। অনেকেরই মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির সেই বাংলা বনধের কথা, যার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি শিক্ষা ফিরিয়ে আনার দাবি। গণআন্দোলনের এই জয় দেখিয়ে দিল আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বের প্রশ্নটা কত জরুরি। অনেকেই বলেছেন, মানুষের মনের কথা বুঝতে পারা, সঠিক রাস্তায় দাবিকে প্রবাহিত করতে পারার ক্ষমতার পরিচয় বারবার এই দলটিই দিয়েছে।

এস ইউ সি আই (সি) আহ্বান করেছিল ১৭ জুলাই সারা বাংলা সাধারণ ধর্মঘট। সেই আহ্বানকে নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। সমস্ত রকম হুমকি, নানা ফরমান, চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ধর্মঘট পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। বিশেষত গরিব খেটে খাওয়া মানুষ এবং মহিলারা নিয়েছেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাঁদের অনেকেই নিজেদের তাগিদে ধর্মঘটের প্রচারের কাজে নেমেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক, আইনজীবীরাও জানিয়েছেন তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। মানুষ মন থেকে অনুভব করেছেন কোনও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়, গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানদের স্বার্থেই এই মহতী আন্দোলন।

৪ জুন ধর্মঘটের ঘোষণার পর সরকার ভেবেছিল উপেক্ষার ছলে প্রতিবাদের শক্তিকে দুর্বল করে দেবে। ৮ জুন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানান ৭ জুলাইয়ের মধ্যে সরকার পাশ-ফেল চালু করার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না জানালে ১৭ জুলাই মানুষ ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হবে। এ চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও প্রথমে সরকার করেনি। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে তত মানুষ বাড়িয়ে দিয়েছে সমর্থনের হাত। হাটে-বাজারে-গঞ্জে, স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতে দাবি উঠেছে— আরও কত কোটি ছাত্রের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হলে তবে সরকারের হুঁশ ফিরবে? বহু মিটিং মিছিল অবস্থান হয়েছে সরকার কিছু করেনি। এই অবস্থায় ধর্মঘট ছাড়া উপায় নেই।

বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী যে কোনও দল ধর্মঘট ডাকলে যে সংবাদমাধ্যম পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা এনে একেবারে হইচই জুড়ে দেয়, এই ধর্মঘটের প্রশ্নে তারা ছিল প্রায় নীরব। তবুও ধর্মঘটের ডাক শিলিগুড়ি থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। নিয়ে গেছে কারা? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ লিফলেট হাতে হাতে পৌঁছে গেছে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের কুটিরেও। প্রায় দেড় মাস ধরে চলেছে সাইকেল, ভ্যান বা অটোরিক্সায় বাঁধা মাইক নিয়ে মাইলের পর মাইল ঘুরে ঘুরে প্রচার। অসংখ্য পথসভা, হাটসভায় সোচ্চার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। মানুষের মুখে মুখে ধর্মঘটের কথা পৌঁছে গেছে প্রতিটি বাড়ির অন্দরমহলে।

অথচ সরকার তখনও নীরব। ৮ জুলাই রাজ্য সম্পাদক আবার চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন সরকার পাশ-ফেল চালু করার সুস্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত না জানানোয় এস ইউ সি আই (সি) ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় থাকছে। এদিকে জোয়ারের মতো জনসমর্থন বাড়ছে দেখে সরকার বুঝল উপেক্ষার ভান করে আর এই

ধর্মঘটকে বানচাল করা যাবে না। ধর্মঘট সর্বব্যাপক হতে চলেছে। তাই প্রথমে তারা সরকারি কর্মচারীদের হুমকি দিল ধর্মঘট করলে বেতন কাটা হবে, চাকরি জীবন থেকে একদিন বাদ যাবে। কিন্তু হাট-বাজার, দোকান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত সর্বত্রই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বহু অফিস বা কলকারখানার ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী সমিতি থেকে শুরু করে বহু আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন পর্যন্ত সমর্থন জানিয়েছে ধর্মঘটকে। অনেকে চিঠি দিয়ে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। এই চাপের সামনে ১০ জুলাই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় কমরেড সৌমেন বসুকে ফোন করে জানান পাশ-ফেল প্রথা চালু করার বিষয়ে সরকার এস ইউ সি আই (সি)-র দাবির সঙ্গে একমত। এ বিষয়ে তাঁরা আট মাস আগেই কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। পার্থবাবু ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কমরেড সৌমেন বসু বলেন, 'আপনারা কত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লি ছুটে যান, চাপ দেন, অথচ শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের এহেন নিষ্ক্রিয়তা রাজ্যবাসীকে হতবাক করেছে।' শিক্ষামন্ত্রী পরদিনই আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লেখার এবং রাজ্য সরকারের মত সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত আকারে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। ১১ জুলাই শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক স্তর থেকেই পাশ-ফেল চালু করার সুনির্দিষ্ট অভিমত জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আবার চিঠি দেন এবং অবিলম্বে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ সংশোধন করে দ্রুত পাশ-ফেল চালু করার কথা বলেন। এই পুরো বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী ১৩ জুলাই চিঠির মাধ্যমে কমরেড সৌমেন বসুকে জানান। কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো তাঁর দু'টি চিঠির কপিও পাঠান। পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পেয়ে রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে ১৭ জুলাইয়ের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন কমরেড সৌমেন বসু। সেই সঙ্গে তিনি দাবি জানান শিক্ষা যেহেতু যুগ্ম তালিকায় তাই আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে পাশ-ফেল প্রথা চালুর জন্য বিধানসভায় বিল আনুক সরকার।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিষময় ফলে ৩৭ বছর ধরে সাধারণ ঘরের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার বনিয়াদ ধ্বংস হয়েছে। বেড়েছে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসার রমরমা। বিগত সিপিএম সরকারের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল হিসাবে একা আন্দোলন চালিয়ে ছিল এস ইউ সি আই (সি)। ২০০৯ সালে কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যখন শিক্ষার অধিকার আইনের নামে সংসদে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি ঘোষণা করে, তার পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ভোট দেয় তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি সহ সকলেই। একমাত্র বিরোধী ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-এর তৎকালীন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অবিলম্বে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার দাবি নিয়ে ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মিছিল করেছিল ছাত্রসংগঠন এ আই ডি এস ও। সেই মিছিলে আসার 'অপরাধে' বেহালার মথুরানাথ স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করে তৃণমূল সরকারের পুলিশ, ডিএসও সংগঠকদের বিরুদ্ধে অপহরণের মিথ্যা মামলা দেয়। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিধানসভায় প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর পক্ষে প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যাধিক্যের জোরে সেই প্রস্তাব উত্থাপনই করতে দেয়নি। ২০১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (সি)-এর ডাকে হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় আইন অমান্য করতে এসেছিল। তাদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল অবিলম্বে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনো। সেদিন সরকার জবাব দিয়েছিল লাঠির জোরে। পুলিশের মারে চিরতরে চোখ হারিয়েছেন দুই যুব কর্মী কমরেড উত্তম পাড়ুই এবং কমরেড রমাকান্ত সরকার। গত ২৯ মে বিধানসভার গেটে ছাত্র-যুবকরা দাবি তুলেছেন পাশ-ফেল ফিরিয়ে দাও। তাঁরাও পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত হয়েছেন। সেই আন্দোলনই জমি তৈরি করেছে ১৭ জুলাই ধর্মঘট আহ্বানের। এমন করেই বহু রক্ত ঝরিয়ে, কেরিয়ারের হাতছানি, ঘরের পিছুটান, আরাম আয়েশের আকর্ষণ দু'পায়ে মাড়িয়ে অসংখ্য ছাত্র-যুবক এগিয়ে এসেছেন। শিক্ষার দাবি যে সমাজবদলের লড়াইয়ের অন্যতম পাথেয় তা তাঁরা বুঝেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, আন্দোলন আন্দোলন খেলার মাধ্যমে নির্বাচনী আখের গোছানোর যে রাজনীতি বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া দলগুলি করে থাকে তার নিরিখে বিপ্লবী দলের আন্দোলন সমস্ত দিক থেকেই আলাদা। এই পার্থক্য কিছুটা হলেও ধরতে পারছেন সাধারণ মানুষও। তাই তাঁরা এস ইউ সি আই (সি) দলকেই গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি বলে মনে করছেন। সেজন্যই আন্দোলনের এই জয়ে তারা উচ্ছ্বসিত। তাঁদের আশা, তাঁরা সর্বত্রই কর্মীদের বলছেন অন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে আপনারা আন্দোলনে নামুন। একমাত্র আপনাদের দ্বারাই তা সম্ভব।